এক নজরে বিএলআরআই
এর
কার্যক্রম

সম্পাদনায়
ড. নাথু রাম সরকার
ড. গৌতম কুমার দেব
মো: শাহ আলম

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

প্রকাশকাল- মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ
বিএলআরআই প্রকাশনা নং- ৩০২
মুদ্রণ সংখ্যা- ২০০০ (দুই হাজার)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মোঃ শাহ আলম
মুদ্রণে
বৈশাখী প্রোডাক্টস্
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

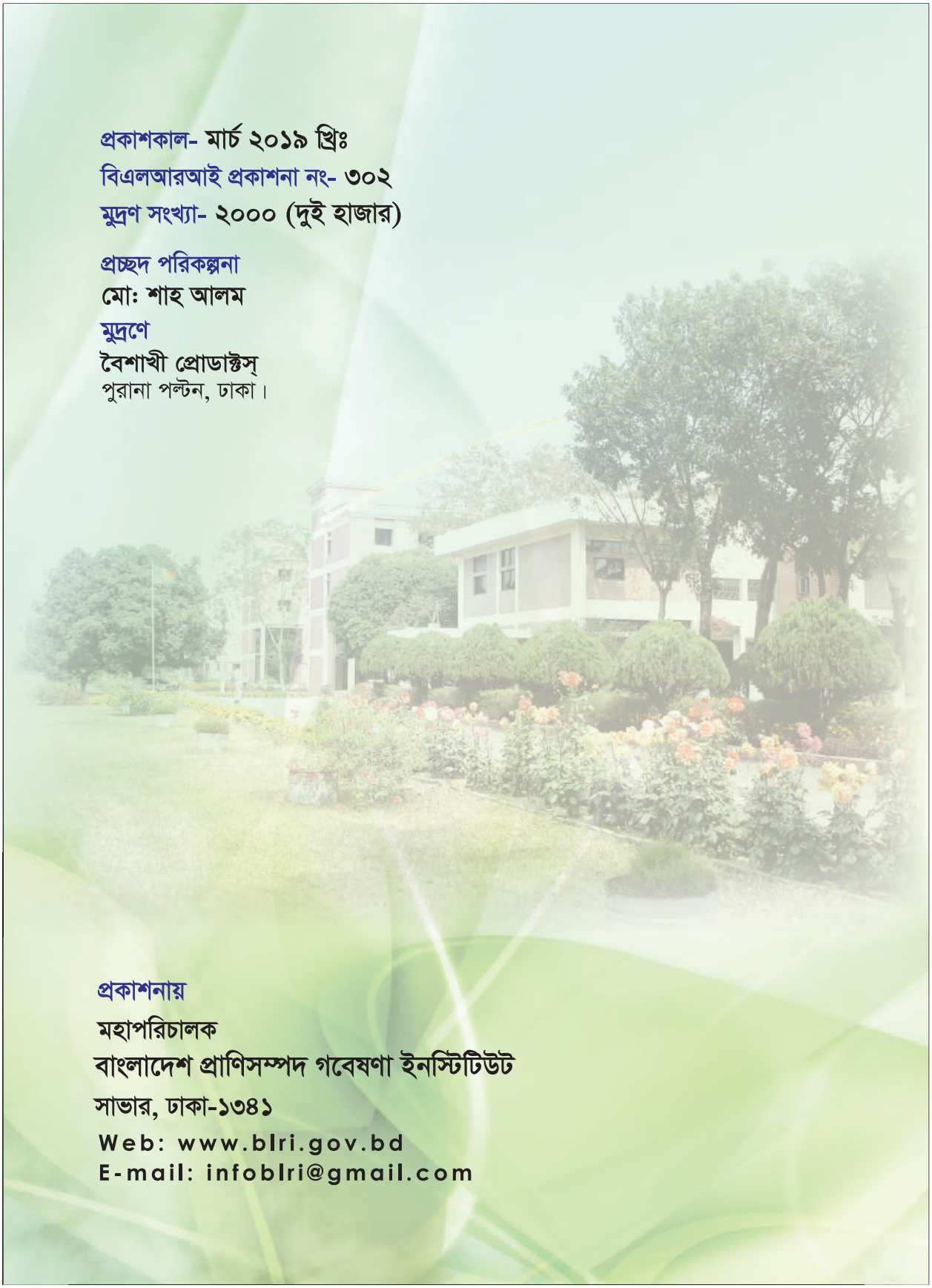

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
Web: www.blri.gov.bd
E-mail: infoblri@gmail.com

১.০ ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের প্রাণী ও পোল্ট্রিসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে বিএলআরআই এর কর্মযাত্রা শুরু হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে বিএলআরআই এর ৯ নং আইনটি গত ১৯৯৬ সালে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং আইনটি ইংরেজিতে থাকার কারণে বিগত ২০১৮ সালে মহান জাতীয় সংসদে সংশোধিত আকারে বাংলায় পাশ হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে পনের সদস্য বিশিষ্ট ইনস্টিটিউটের একটি ''পরিচালনা বোর্ড'' এর উপর বিএলআরআই এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত এবং মহাপরিচালক বিএলআরআই এর মুখ্য নির্বাহী। বিএলআরআই এর বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের কাঠামো নিম্নরুপ-

ক)	মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
খ)	প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	কো-চেয়ারম্যান
গ)	জাতীয় সংসদের কর্তৃক মনোনীত ২ জন সংসদ সদস্য	সদস্য
ঘ)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	ভাইস-চেয়ারম্যান
ঙ)	সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
চ)	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
ছ)	নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
জ)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
ঝ)	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
ঞ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত ২ জন কর্মচারী	সদস্য
ট)	সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রাণিসম্পদ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আগ্রহী ২ জন ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে ১ জন মহিলা হইবে।	সদস্য
ঠ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য-সচিব

২.০ বিএলআরআই এর অবস্থান ঃ

রাজধানী ঢাকার ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাভার উপজেলার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত পাশে প্রায় ৪৮৭ একর জায়গা নিয়ে বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। বিএলআরআই এর মোট পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো: সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি, বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা, ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা এবং যশোর জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত।

৩.০ বিএলআরআই এর ভিশনঃ

গবেষণার মাধ্যমে প্রাণী ও পোল্ট্রি সম্পদের উন্নয়ন।

৩.১ বিএলআরআই এর মিশন ঃ

পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন; জাত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন, খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, প্রাণী স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন; আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের প্রাথমিক সম্প্রসারণ এবং প্রচারের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য, প্রাণিজ উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্যাদির মুল্য সংযোজন, খামারী ও উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা ও শিল্পায়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিজ পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ এবং সর্বোপরি স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে সহায়তা প্রদান।

৪.০ ইনস্টিটিউটের কর্মদায়িত্ব ঃ

দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন। প্রাণিসম্পদের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রাণী স্বাস্থ্য ও খাদ্য, বাসস্থান এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন। দেশী ও বিদেশী জাতের ঘাস সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামারীদের মাঝে সিড কাটিং বিতরণ এবং ভেষজ স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন। প্রাণিজ প্রোডাক্ট তৈরী, সংরক্ষণ এবং মূল্য সংযোজন পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন। প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতির আর্থ- সামাজিক মূল্যায়ন ও বাজারজাত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন। খামারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রসারে সহায়তাকরণ। প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন। জাতীয় প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং দায়িত্ব পালন।

৫.০ বিএলআরআই এর জনবল কাঠামো ঃ

বর্তমানে ইনস্টিটিউটে ৮০ জন বিজ্ঞানী, ১৭ জন কর্মকর্তা ও ১০৪ জন কর্মচারীর পদ রয়েছে। ইনস্টিটিউটের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি ১৩৯টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে।

৬.০ বিএলআরআই এর গবেষণা বিভাগসমূহ ঃ

বর্তমানে ৮টি গবেষণা বিভাগ এবং একটি সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণা বিভাগগুলোর কর্মদায়িত্ব নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৬.১ প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ ঃ

প্রাণিসম্পদের প্রজনন, খাদ্য, পুষ্টি, বাসস্থান ও ব্যবস্থাপনা, ঘাস উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রাণিসম্পদ থেকে উৎপাদিত পণ্য (দুধ ও মাংস) ও উপজাত দ্রব্যসমূহের (গোবর, চামড়া) প্রক্রিয়াজাত-করণের মাধ্যমে এর উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সমস্যাবলীর সমাধান করা।

৬.২ পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগঃ

মুরগি, হাঁস, কবুতর, কোয়েল, রাজহাঁস সহ অন্যান্য পোল্ট্রি প্রজাতি (যেমনঃ তিতির, উটপাখি, ইত্যাদি) এবং খরগোশ পালন সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা। বর্ণিত প্রজাতিসমূহের প্রজনন, খাদ্য ও পুষ্টি, বাসস্থান ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন। পোল্ট্রিজাত দ্রব্য এবং উপজাতসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ। পোল্ট্রি প্রজাতিসমূহের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন, খামারী পর্যায়ে প্রদর্শন ও মুল্যায়ন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর।

৬.৩ প্রাণী স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগঃ

প্রাণী ও পোল্ট্রি সম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ। দেশের প্রাণী ও পোল্ট্রিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি, আন্তঃসীমান্তীয় এবং নতুন ভাবে আবির্ভূত রোগসমূহ দ্রুত সনাক্তকরণ, ও উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা। বিভিন্ন রোগের টিকা, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং জীব নিরাপত্তা মডেল উদ্ভাবন, এছাড়া সময়ে সময়ে আবির্ভূত রোগ-ব্যাধিসমূহ সনাক্তকরণ, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর খামারী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.৪ আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগঃ

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাণী ও পোল্ট্রি পালনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহের আর্থ-সামাজিক টেকসই মূল্যায়ন ও গবেষণা কার্যক্রম। বিভিন্ন প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রজাতি, খাদ্য ও ফডার বাজারজাতকরণ এবং বিভিন্ন দ্রব্য ও উপজাতের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা।

৬.৫ সিষ্টেম রির্সাচ বিভাগঃ

প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন সংক্রান্ত বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ সনাক্তকরণ। ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চল ও ঋতুভিত্তিক অভিযোজিতা পরীক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী ও উপযোগিতা যাচাই এবং প্রাথমিক সম্প্রসারণ।

৬.৬ ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগঃ

ছাগল ও ভেড়ার প্রজনন, খাদ্য ও পুষ্টি, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও খামার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ছাগল ও ভেড়ার উৎপাদন দক্ষতা বাড়িয়ে খামারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

৬.৭ বায়োটেকনোলজি বিভাগঃ

প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রজাতির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ব্যবহৃত জীব-প্রযুক্তির উপর গবেষণা ও উন্নয়ন করা। প্রাণী ও পোল্ট্রি সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন। আর্থ-সামাজিক উন্নতি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃস্টিতে জীব-প্রযুক্তির ব্যবহার জনিত নীতিমালা প্রণয়ণে সহেযোগিতা প্রদান। প্রাণী ও পোল্ট্রিতে জীব-প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণায় Center of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

৬.৮ প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগঃ

বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, খামারি, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ইনস্টিটিউটের গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন। গবেষণা-সম্প্রসারণ-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্ত-যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারকারিদের নিকট হস্তান্তর। ইনস্টিটিউট/জাতীয় পর্যায়ে প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান। ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগ এবং অন্যন্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন।

৭.০ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রেফারেন্স ল্যাবরেটরি ঃ

বিএলআরআই এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সনাক্তকরণে জাতীয় পর্যায়ে রেফারেন্স ল্যাব এবং দক্ষিণ এশিয়াঞ্চলীয় সার্কভুক্ত দেশগুলোর পিপিআর রোগের লিডিং রেফারেন্স ল্যাব পরিচালনা করছে।

৭.১ ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরি ফর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বায়োসেফটি লেভেল-২ প্লাস)ঃ

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জাতীয় রেফারেন্স ল্যাবরেটরি (BSL2^{+})

২০০৩ সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড ফ্লু) রোগের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব এর প্রেক্ষিতে ২০০৬ রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বায়োসেফটি লেভেল-২ প্লাস মাত্রার ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরি ফর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা স্থাপিত হয়। স্থাপনের পর পরই ২০০৭ সালে মার্চ মাসে এই গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশে প্রথম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড ফ্লু) রোগের ভাইরাস সনাক্ত করে। ল্যাবটি বার্ড ফ্লু রোগের উপর পূর্ণ নজরদারীর জন্য সার্ভিলেন্সসহ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। যার মধ্যে অন্যতম হল বাণিজ্যিক মুরগির খামারের জন্য সমাজভিত্তিক জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং দ্রুত রোগ সনাক্ত করার জন্য এন্টিজেন উদ্ভাবন। এছাড়াও এই রোগের ভ্যাক্সিন উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২ সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনোস্টিক ল্যাব ফর পিপিআরঃ

পিপিআর রোগের সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি

সার্ক সরকার প্রধানগণের ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৭ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশে সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনোস্টিক ল্যাব ফর পিপিআর স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির আদেশে ২০১১ সালে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ল্যাবরেটরিটি স্থাপিত হয়। এ ল্যাবরেটরিটি ছাগলের ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক পিপিআর (Peste des petits ruminants) রোগের গবেষণা এবং নিয়ন্ত্রণকল্পে নিয়োজিত। ল্যাবরেটরিটি পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণে তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করেছে এবং নতুন পিপিআর ভ্যাক্সিন উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮.০ গবেষণা কার্যক্রমঃ

বিএলআরআই দেশের দুধ, মাংস ও ডিমের যোগান পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ অন্যান্য স্বল্প ও দীর্ঘ-মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদনের পাঁচটি ৫টি সুনির্দিষ্ট ডিসিপ্লিনের আওতায় গবেষণা কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করে থাকে। গবেষণার ডিসিপ্লিনগুলো হচ্ছে (ক) জেনেটিক্স এ্যান্ড ব্রিডিং (খ) ফিডস, ফডার এবং পুষ্টি (গ) জীব-প্রযুক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন (ঘ) পোল্ট্রি ও প্রাণী রোগ স্বাস্থ্য এবং (ঙ) আর্থ-সামাজিক ও ফার্মিং সিস্টেম।

৮.১ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ

ইনস্টিটিটের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার অর্জনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়। প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবনাগুলো ইনস্টিটিউটসহ সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করা হয়। প্রাথমিকভাবে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের নিয়ে ইন-হাউজ আলোচনা করা হয় এবং সংযোজন-বিয়োজনসহ বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাবনাগুলো পরবর্তী পর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন এর জন্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহন করা হয়।

এছাড়াও, বাস্তবায়ন পর্যায়ে গবেষণার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি মধ্যবর্তি মূল্যায়ন করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে কারিগরি ও মধ্যবর্তি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়।

৯.০ প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন ঃ

বিএলআরআই যাত্রাকালিন সময় থেকে অদ্যাবধি মোট ৮৭টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। প্রযুক্তি ও প্যাকেজগুলোর মধ্যে প্রাণী উৎপাদন বিষয়ক ২০টি, পোল্ট্রি উৎপাদন বিষয়ক ১৪টি, প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক ২৫টি এবং খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২৮টি। বিএলআরআই উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি ও প্যাকেজগুলো নিম্নরুপ-

৯.১ প্রাণী উৎপাদন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি ও প্যাকেজসমূহ ঃ

১. গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ
২. ডেইরি উৎপাদন
৩. দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালন
৪. স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন
৫. সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন
৬. বাছুর পালন
৭. ভেড়া পালন প্রযুক্তি
৮. বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এপ্লিকেশন
৯. মিনামিক্স
১০. গবেষণাগারে ভ্রুন উৎপাদন

বিসিবি-১ জাতের ষাঁড়

৯.২ পোল্ট্রি উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তি ও প্যাকেজসমূহ ঃ

১. দেশী (অরগানিক) মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল উদ্ভাবন ও ব্যবহার
২. ব্রয়লার খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে সাজনা পাতার ব্যবহার
৩. বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-১ (শুভ্রা)
৪. বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ (স্বর্ণা)
৫. মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি) ভ্যারাইটি
৬. ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার পালন
৭. ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য ব্রয়লার পালন
৮. ককরেল পালন
৯. কোয়েল পালন
১০. গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন

দেশী জাতের গাভী

৯.৩ প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রযুক্তি ও প্যাকেজসমূহ ঃ

ক) গবাদিপ্রাণী ও পোল্ট্রির টিকা উৎপাদন

১. সালমোনেলা ভ্যাকসিন
২. পিপিআর ভ্যাকসিন
৩. ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা
৪. তাপ- সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন
৫. বিএলআরআই এফএমডি ২০১৬ ত্রিযোজি (O, A, Asia-1) টিকার মাস্টার সীড

ছাগলের পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন

৯.৪ গবাদিপ্রাণী ও পোল্ট্রির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি ঃ

১. এভিয়েন ইনফ্লুয়েন্জা রোগ দমনে সমাজভিত্তিক জীব নিরাপত্তা মডেল
২. গবাদিপশুর কৃমি রোগ দমন মডেল
৩. মুরগির রানীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণ
৪. মুরগির গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ
৫. বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ দমন মডেল
৬. পিপিআর রোগ দমনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
৭. ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল
৮. এভিয়ান ইনফ্লুয়েন্জা রোগের (H5NI) এন্টিজেন
৯. মহিষ খামারের জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

ক্ষুরারোগের ত্রিযোজি টিকার মাস্টার সীড

৯.৫ প্রাণী খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও প্যাকেজ

ক) ঘাসের জাত উদ্ভাবন

১. বিএলআরআই নেপিয়ার- ১
২. বিএলআরআই নেপিয়ার- ২
৩. বিএলআরআই নেপিয়ার- ৩
৪. বিএলআরআই নেপিয়ার-৪

খ) ফডার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

১. ডোল পদ্ধতিতে কাঁচাঘাস সংরক্ষণ
২. দুগ্ধ উৎপাদনে উচ্চ ফলনশীল দেশী ঘাস বাক্সা
৩. লবণাক্ত, বন্যাকবলিত ও মধুপুর গড় এলাকার জন্য ঘাস উৎপাদন
৪. ভুট্টা ও কাউপি মিশ্র গো-খাদ্য চাষ ও ব্যবহার
৫. সবুজ ঘাস উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

গ) প্রাণী খাদ্য উদ্ভাবন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

১. ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস)
২. ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক সংরক্ষণ প্রযুক্তি
৩. বর্ষাকালে তাজা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ
৪. গো-খাদ্য হিসাবে কলাগাছের সংরক্ষণ ও ব্যবহার
৫. আঁখের উপজাত সংরক্ষণ ও গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার
৬. ভুট্টা খড়ের সংরক্ষণ ও ব্যবহার

১০.০ জাত সংরক্ষণ, কৌলিকমান উন্নয়ন এবং অধিক উৎপাদনক্ষম জাত উদ্ভাবনঃ

বৈশিষ্ট্যায়ন, কৌলিকমান উন্নয়ন এবং অধিক উৎপাদনক্ষম জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই দেশী ও বিদেশী মোট ৫১টি প্রাণী ও পোল্ট্রির জাত এবং ৫৩টি ফডারের জাত সংরক্ষণ করছে। বিএলআরআই এর গবেষণা খামারে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও পোল্ট্রির জাতের বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১০.১ মহিষঃ

বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও কৌলিকমান উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল দেশী মহিষের উন্নিত জাত উন্নয়নের জন্য দেশী মহিষ সংরক্ষণ করছে। এছাড়াও, অধিক উৎপাদনক্ষম মহিষের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিদেশী জাতের (নিলি-রাভি ও মুররাহ্) মহিষ দ্বারা দেশী মহিষে সংকরায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১০.২ গরুঃ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত দেশী জাতের বিভিন্ন গরুর বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও কৌলিকমান উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল উন্নিত দেশী জাতের গরুর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও, অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনক্ষম গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিদেশী জাতের ষাঁড় দ্বারা দেশী গরুতে সংকরায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশী গরুর জাতসমূহ

বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১ (বিসিবি-১)ঃ পাবনা জেলায় প্রাপ্ত দেশী জাতের গরুর বৈশিষ্ঠ্যায়ন ও প্রজননের মাধ্যমে উন্নিত জাতে রুপান্তর করা হয়েছে, যা বর্তমানে বিসিবি-১ নামে পরিচিত। এ জাতের দুধ উৎপাদন ৩.০ থেকে ৪.০ লিটার থেকে বৃদ্ধি করে উন্নিত জাতের দুধ উৎপাদন ৫.০ থেকে ৬.০ লিটার হয়েছে। বিসিবি-১ জাতের গরু মাংস উৎপাদনের উপযোগী। ষাঁড়গুলো ৩ বছর বয়সে ওজন ৩০০ থেকে ৩৫০ কেজি হয়ে থাকে।

বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১

রেড চিটাগাং জাতের গরু

রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি)ঃ

বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের লাল জাতের ছোট আকারের দেশী গরু। এই জাতের বয়স্ক গাভীর ওজন ১৮০ থেকে ২২০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৩৫০ থেকে ৪০০ কেজি। গবেষণার মাধ্যমে আরসিসি জাতের গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ২.৫ থেকে ৩.৫ লিটার থেকে ৪.০ থেকে ৫.০ লিটারে উন্নিত করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ গরুঃ

মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলাসহ পাশ্ববর্তী বিভিন্ন উপজেলায় প্রাপ্ত দেশী জাতের গরু। এরা মিরকাদিমের গরু নামেও পরিচিত। খামারী পর্যায়ে জাতটি বিলুপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। বিএলআরআই ২০১৫ সাল থেকে এ জাতটি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই জাতের দেশী গাভীগুলো প্রতিদিন ৪.০ থেকে ৫.০ লিটার দুধ দেয়।

মুন্সিগঞ্জ জাতের দেশী গরু

সংকর জাতের গরুঃ

অধিক মাংস উৎপাদনকারী গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিসিবি-১ জাতের গাভীকে লিমোজিন, সিমেন্টাল, শ্যারোলেইস এবং ব্রাহমান জাতের সিমেন দ্বারা প্রজনন করিয়ে লিমোজিন x বিসিবি-১, সিমেন্টাল x বিসিবি-১, শ্যারোলেইস x বিসিবি-১ এবং ব্রাহমান x বিসিবি-১ সংকর জাতের গরু উৎপাদন এবং এগুলোর উৎপাদন দক্ষতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

১০.৩ ছাগল

দেশী ছাগলের মাংস উৎপাদন জনিত কৌলিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশী কাল ছাগলের ৫টি ভ্যারাইটি যেমনঃ সলিড ব্লাক, সলিড হোয়াইট, টোগেনবার্গ প্যাটান, ডার্চ বেল্ট প্যাটান এবং হিলি ছাগল বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও নির্বাচিত বাছাই পদ্ধতিতে প্রজনন করা হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সলিড ব্লাক এবং হিলি ছাগলের দৈহিক ওজন এবং লিটার সাইজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, দেশীয় আবহাওয়ায় সহজে পালন উপযোগী অধিক উৎপাদনক্ষম ছাগলের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিশুদ্ধজাতের বিদেশী জাতের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশী ছাগলের সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে সিনথেটিক জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিএলআরআই ছাগল গবেষণা খামারে যমুনাপারি এবং বোয়ার বিদেশী জাতের ছাগলে রয়েছে।

সলিড ব্লাক

সলিড হোয়াইট

হিলি ছাগল (ব্রাউন বেঙ্গল)

টোগেনবার্গ প্যাটান

বোয়ার ছাগল

যমুনাপারি ছাগল

১০.৪ ভেড়াঃ

বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও কৌলিকমান উন্নয়নের জন্য দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল এবং যমুনা অববাহিকা অঞ্চলের দেশী ভেড়ার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশী ভেড়ার দৈহিক ওজন এবং লিটার সাইজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, অধিক উৎপাদনশীল বিদেশী জাতের ভেড়াকে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় অভিযোজন এবং সিনথেটিক জাতের অধিক উৎপাদনশীল ভেড়ার জাত উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যমুনা অববাহিকা অঞ্চলের দেশী ভেড়া

উপকূলীয় অঞ্চলের দেশী ভেড়া

বরেন্দ্র অঞ্চলের দেশী ভেড়া

ধামারা জাতের ভেড়া

ছোট নাগপুরি জাতের ভেড়া

ডরপার জাতের ভেড়া

সাফোক জাতের ভেড়া

প্যারেনডেল জাতের ভেড়া

১০.৫ মুরগিঃ

বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও কৌলিকমান উন্নয়ন এবং অধিক উৎপাদনক্ষম জাত উদ্ভাবন লক্ষ্যে ৩টি দেশী (হিলি, গলা ছিলা এবং কমন দেশী) মুরগি এবং ৪টি বিদেশী জাতের (হোয়াইট রক, ব্যারেড প্লাইমাউথ রক, হোয়াইট লেগহর্ন এবং রোড আইল্যান্ড রেড) মুরগি প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। গবেষণার ফলে মাংসের জন্য হিলি এবং ডিমের জন্য গলাছিলা ও কমন দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন হয়েছে। চলমান গবেষণা থেকে শুভ্রা এবং স্বর্ণা নামে ২টি লেয়ার স্ট্রেইন এবং মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি) নামে ১টি মাংসের জন্য মুরগির স্ট্রেইন উদ্ভাবন করা হয়েছে।

দেশী জাতের মুরগিঃ

কমন দেশী জাতের মোরগ

কমন দেশী জাতের মুরগি

হিলি জাতের দেশী মোরগ

হিলি জাতের দেশী মুরগি

গলাছিলা জাতের দেশী মোরগ

গলাছিলা জাতের দেশী মুরগি

এমসিটিসি মুরগি

স্বর্ণা মুরগি

শুভ্রা মুরগি

১০.৬ হাঁস ঃ

বিএলআরআই দেশী জাতের (রুপালী এবং নাগেশ্বরী) হাঁস এবং বিদেশী পিকিং জাতের হাঁস বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও কৌলিক মান উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গবেষণার মাধ্যমে ইতমধ্যে রুপালি এবং নাগেশ্বরী জাতের হাঁসের ডিম উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রুপালী জাতের হাঁস

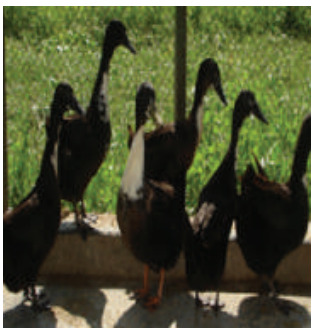

নাগেশ্বরী জাতের হাঁস

পিকিং জাতের হাঁস

১০.৭ কোয়েল ঃ

ঢাকাই কোয়েল, কাল কোয়েল, সাদা কোয়েল ও বাদামী কোয়েল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্ণিত কোয়েলের জাতগুলোর ডিম ও মাংস উৎপাদন জনিত কৌলিকমানের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

সাদা কোয়েল

বাদামী কোয়েল

ঢাকাই কোয়েল

১০.৮ অন্যান্য পোল্ট্রি প্রজাতি সমূহ ঃ

বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও কৌলিকমান উন্নয়ন এবং অধিক উৎপাদনক্ষম জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বিএলআরআই তিতির (পার্ল জাত), টার্কি (ব্রঞ্জ, ক্লার্ক এবং হোয়াইট) এবং কবুতর নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে।

তিতির

টার্কি

কবুতর

১০.৯ বিএলআরআই কর্তৃক উন্নিত পোল্ট্রির জাত সমূহের উৎপাদন দক্ষতাঃ

প্রাণি প্রজাতি/জাত	ডিম/ বছর		দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ)		মন্তব্য
	ভিত্তি প্রজন্ম	উন্নিত জাত	ভিত্তি প্রজন্ম	উন্নিত জাত	
কমনদেশী মুরগি	১১০-১২০টি	১৭০-১৮০টি	২৯০-৩৬০	৬০০-৭০০	-
গলাছিলা মুরগি	১২০-১৩০টি	১৭০-১৮০টি	৩৫০-৪০০	৬০০-৭০০	-
হিলি মুরগি	৯০-১০০টি	১৪০-১৫০টি	৪০০-৪৫০ গ্রাম	৭০০-৯০০ গ্রাম	এফসিআরঃ ২.৭-২.৮
এমসিটিসি	-	-	-	৯৫০-১০০ গ্রাম	এফসিআরঃ ২.৩-২.৪
শুভ্রা লেয়ার স্ট্রেইন	-	২৮৫-২৯০টি	-	-	ডিমের ওজনঃ ৬১-৬৩ গ্রাম
স্বর্ণা লেয়ার স্ট্রেইন	-	২৯০-৩০০টি	-	-	ডিমের ওজনঃ ৬৪-৬৫ গ্রাম
সাদা দেশী হাঁস (রুপালী)	১২০-১৩০ টি	২২০-২৩০ টি	-	-	ডিমের ওজনঃ ৭০ গ্রাম
কাল দেশী হাঁস (নাগেশ্বরী)	১৩০-১৪০ টি	২৩০-২৪০ টি	-	-	ডিমের ওজনঃ ৭০ গ্রাম

১০.১০ ফডার জার্ম-প্লাজম সংরক্ষণ ও উন্নয়নঃ

গাবাদি প্রাণীর জন্য অধিক উৎপাদনশীল ফডারের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই দেশী বিদেশী ৫৩টি ফডার জাত/ভ্যারাইটি সংরক্ষণ, বৈশিষ্ট্যায়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এযাবৎ ৪টি অধিক উৎপাদনশীল ফডার জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং একটি লবণ সহিষ্ণু ফডার জাত উদ্ভাবনের পর্যায়ে রয়েছে।

১১.০ বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ঃ

বিএলআরআই তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/প্যাকেজগুলোকে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাধারনত: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করে থাকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রযুক্তিগুলোকে খামারী পর্যায়ে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও, বিএলআরআই প্রাথমিক সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরাসরি খামারী/উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য সরকারি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রযুক্তি/প্যাকেজ হস্তান্তর করে থাকে। বিএলআরআই এযাবৎ উদ্ভাবিত ৫৫টি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেছে। এছাড়াও, কিছু প্রযুক্তি সরাসরি উদ্যোক্তা পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

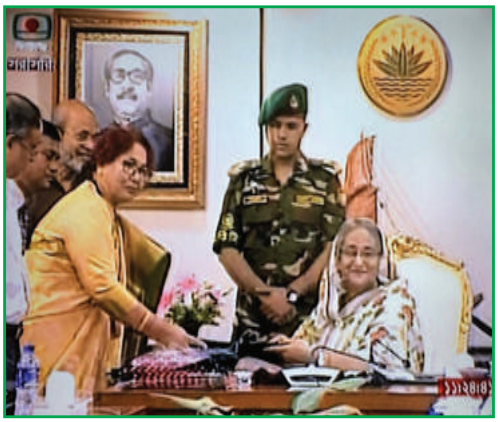

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট দেশী ভেড়ার উল, পাট এবং তুলার সুতার সমন্বয়ে তৈরীকৃত বস্ত্রসামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠান (২০১৭)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট শুভ্রা নামক ডিম পাড়া মুরগির স্ট্রেইন হস্তান্তর অনুষ্ঠান (২০১২)

বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর

বিএলআরআই উন্নিত দেশী ভেড়া বিতরণ (২০১৬)

১২.০ সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ

বিগত ১০ বছরে বিএলআরআই সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৫টি বিশেষায়িত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

১২.১ মহিষ উন্নয়ন (কম্পোনেন্ট-বি) প্রকল্প ঃ

প্রকল্প এলাকাঃ বিএলআরআই প্রধান কার্যালয়, সাভার, ঢাকাসহ জামালপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, ফেণী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, পটুয়াখালী এবং ভোলা জেলার ৩৯টি উপজেলা

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১০ - জুন, ২০১৭

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন

প্রকল্পের অর্থায়নে মহিষের জন্য বিভিন্ন ধরনে শেড (কাফ শেড, আইসোলেশন শেড, বুল শেড, ফার্ম ইকুই-পমেন্ট শেড) নির্মাণ, গভীর সাবমার্সিবল নলকূপ, পাম্প হাউস ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, খাদ্য গুদাম, পানির ট্যাঙ্ক, রাস্তা, বায়োটেকনোলোজি ভবন ও মহিষ কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হয়েছে। অধিক উৎপাদনশীল মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০টি দেশী ও ৬টি বিশুদ্ধ বিদেশী জাতের ষাঁড়, মহিষ (নিলিরাভি ও মররাহ্) ক্রয়সহ প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি ও খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। মহিষ পালনের উপর ১৯২০ জন খামারী ও ৩৫ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৬টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এসকল বাস্তবায়িত গবেষণা কার্যক্রমগুলো উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো নিম্নরুপ-

১. বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এপ্লিকেশন উদ্ভাবন
২. মহিষ খামারের জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা মডেল উদ্ভাবন
৩. প্রজননের জন্য মহিষ ষাঁড় নির্বাচন ও পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন
৪. মহিষের আন্তঃপরজীবি বা কৃমি দমন মডেল উদ্ভাবন
৫. মহিষের সিমেন ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি উন্নয়ন
৬. সংকর জাতের মহিষের বাচ্চা উৎপাদন
৭. খামারী পর্যায়ে মহিষ পালনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
৮. মহিষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত স্থানীয় ফডারসমূহ সনাক্তকরণ এবং বৈশিষ্টায়ন

বায়োটেকনোলজি ভবন

মুররাহ্ জাতের বিশুদ্ধ ষাঁড়

১২.২ বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা ও খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষণ জোরদারকরণ প্রকল্পঃ

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৩

প্রকল্প এলাকাঃ সাভার, ঢাকা, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ এবং নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন

প্রকল্পের মাধ্যমে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকার পাহাড়ী গবাদি প্রাণির (মুরগী, ছাগল, গয়াল, হরিণ) সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএলআরআই'র দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে একটি করে নিউট্রিশন ও ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি স্থাপন, রাস্তা নির্মাণ, প্রাণী সেড, পোল্ট্রি সেড নির্মাণ, ত্রি-ফেইজ বিদ্যুৎ লাইন, মাটি ভরাট এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও উভয় কেন্দ্রের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর ৯৩০ জন খামারী ও ১৫ জন বিজ্ঞানীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.৩ দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১৪ - জুন, ২০১৮

প্রকল্প এলাকাঃ ডুমুরিয়া, খুলনা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, সোনাগাজী, ফেনি, দিনাজপুর সদর, নকলা, শেরপুর এবং জয়পুর হাট সদর

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন

প্রকল্পটির আওতায় ৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং "উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল" শীর্ষক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অর্থায়নে ৩টি পোল্ট্রি সেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বিএলআরআই এর বাউন্ডারী ওয়ালের আংশিক উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৬৩০ জন নারী খামারীকে দেশী মুরগী পালন সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.৪ রেড চিটাগাং ক্যাটেল জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০০৭ - জুন, ২০১২

প্রকল্প এলাকাঃ সাভার, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, হাটহাজারি, আনোয়ারা ও পটিয়া উপজেলা

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

বিএলআরআই গবেষণা খামারে এবং জাতটির উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রাম জেলার পাঁচটি উপজেলায় কমিউনিটি খামারী গঠন করে জাতটির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংক্ষরণ ও কৌলিক উন্নয়ন গবেষণার মাধ্যমে জাতটির উন্নয়নসহ গবেষণা খামার ও খামারী পর্যায়ে আরসিসি গরুর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১২.৫ পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরীক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০০৭ - জুন, ২০১২

প্রকল্প এলাকাঃ ডুমুরিয়া, খুলনা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, দিনাজপুর সদর, জয়পুর হাট সদর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল, জৈয়িন্তাপুর, সিলেট, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী, গাবতলী, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এবং বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

'শুভ্রা' নামে একটি বাণিজ্যিক লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রকল্পের ১২টি প্রযুক্তি পরীক্ষণ কেন্দ্রে পোল্ট্রি খামারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও লাভজনকভাবে পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সফলতা লাভের লক্ষ্যে পোল্ট্রি ফোরাম গঠন করা হয়েছে। নন- ইলেকট্রিক চিক ব্রুডিং পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ পোল্ট্রি খামারীদের জন্য 'বায়োসিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড' তৈরি করা হয়।

১২.৬ সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০০৭ - জুন, ২০১১

প্রকল্প এলাকাঃ সাভার, ঢাকা, সদর ও কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী; সদর ও গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা, সদর ও মহাদেবপুর, নওগাঁ, সদর ও ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল,সদর ও বালাগঞ্জ, সিলেট এবং নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশী ভেড়া সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা নোয়াখালী, টাংগাইল এবং নওগাঁ জেলায় ২০ জন করে মোট ৬০ জন খামারীকে 'সমাজ ভিত্তিক ভেড়া পালন মডেল' এর আওতায় এনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভেড়া পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সকল এলাকায় ভেড়া পালন জীবিকা নির্বাহের হাতিয়ার হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

১৩.০ বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপি ভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প

সময় এবং বিশেষ প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা জোরদারকরণের লক্ষ্যে এবং বিএলআরআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) খাতের অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে বিএলআরআই ৫টি এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নিম্ন ছকে প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হলঃ

উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ
ডেয়রী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প **বাস্তবায়নকালঃ** জুলাই, ২০১৬ - জুন, ২০১৯ **প্রকল্প এলাকাঃ** সাভার, ঢাকা এবং শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ **বাজেটঃ** ২৩২৭.০০ লক্ষ টাকা	অধিক দুধ উৎপাদনক্ষম সংকর গরুর (৫০% ফ্রিজিয়ান × ৫০% দেশী) জাত উদ্ভাবন।গবাদি প্রাণির স্বল্প মূল্যে সুষম রেশন সরবরাহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন।দুগ্ধজাত গাভীর প্রধান প্রধান রোগগুলো চিহ্নিতকরণ এবং তাদের প্রতিরোধের প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
ফডার জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প **বাস্তবায়নকালঃ** জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৮ **প্রকল্প এলাকাঃ** ঢাকা (সাভার), যশোহ, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, সুনামগঞ্জ ও বান্দরবান **বাজেটঃ**৪৩১৯.৭৯ লক্ষ টাকা	দেশী ও বিদেশী উন্নত জাতের ফডার বীজ সংগ্রহ, উৎপাদন, মূল্যায়ন এবং সংরক্ষণ।দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলের শস্য বিন্যাসের সাথে ফডার শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার পরীক্ষণ ও অভিযোজন। দেশের এগ্রো-ইকোলজি ভিত্তিক ফডার-শস্য-প্রাণী সম্পদ খামার মডেল উন্নয়ন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন। উদ্ভিদ-বায়োটেকনোলজি এবং মলিকুলার জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নত জাতের ঘাস উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং ঘাসের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন। আঞ্চলিক ফডার গবেষণা জোরদারকরণ, দেশের অঞ্চলভিত্তিক সমস্যার আলোকে খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী ও ফাস্টহ্যান্ড সম্প্রসারণ এবং বিএলআরআই এর তথ্য সরবরাহের কার্য ক্ষমতার উন্নয়ন।
বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগ গবেষণা প্রকল্প **বাস্তবায়নকালঃ** জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৯ **প্রকল্প এলাকাঃ** সাভার, ঢাকা এবং গোদাগাড়ী, রাজশাহী **বাজেটঃ** ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা	মলিকুলার কৌশল নির্ভর ক্ষুরা রোগ এবং পিপিআর রোগের মহামারি গবেষণা পরিচালনা করা,মহামারি সংক্রান্ত গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ক্ষুরারোগ এবং পিপিআর রোগের ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ, আঞ্চলিকভাবে ক্ষুরারোগ এবং পিপিআর রোগের দমনের জন্য এসকল রোগের জিনতাত্বিক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।ক্ষুরারোগ এবং পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন। ক্ষুরারোগ এবং পিপিআর রোগের নতুন প্রজন্মের টিকা উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রতিরোধ ব্যবস্থার মডেল ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ
সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প **বাস্তবায়নকালঃ** জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৮ **প্রকল্প এলাকাঃ** সাভার, ঢাকা, সদর ও কোম্পনিগঞ্জ, নোয়াখালী; সদর ও গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্দা, সদর ও মহাদেবপুর, নওগাঁ, সদর ও ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল,সদর ও বালাগঞ্জ, সিলেট এবং নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান। **বাজেটঃ** ১৬১৩.০০ লক্ষ টাকা	ভেড়ার জাত সংরক্ষণ ও আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ উপযোগি জাত উন্নয়ন।আঞ্চলিক সম্ভাবনা নির্ভর সমাজভিত্তিক ভেড়া ও ল্যাম্ব উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরী। প্রজনন,খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সেবা, ঋণ সহায়তা এবং বাজারজাত ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক মডেল ভেড়া কমিউনিটি উন্নয়ন। আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ বিবেচনায় ভেড়ার প্রজনন, খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনা, ল্যাম্ব উৎপাদন এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যা ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন। কম্পোন্টে বি এর উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রযুক্তি সেবা প্রদান। আন্তঃসংস্থা এবং আঞ্চলিক সহেযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ ও কারিগরি উন্নয়ন।
রেড চিটাগাং ক্যাটেল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প **বাস্তবায়নকালঃ** জানুয়ালি ২০১৮ ডিসেম্বর ২০২১ **প্রকল্প এলাকাঃ** ঢাকা (সাভার), যশোর, রাজশাহী, সিলেট, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, শরিয়তপুর, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ **বাজেটঃ**৩৪.৪২ লক্ষ টাকা	কমিউনিটি ব্রিডিং পদ্ধতিতে রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) এর জাত উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ করা। বিএলআরআই এ বিদ্যমান অধিক উৎপাদনশীল আরসিসি গরুর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং অধিক দুধ উৎপাদনজনিত কৌলিকমান উন্নয়ন করা। বাংলাদেশের অন্যান্য সমতলভূমিতে গ্রেডেড রেড চিটাগাং ক্যাটেল এর উন্নয়ন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশিক্ষণ ও খামারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে রেড চিটাগাং ক্যাটেল পালনে উৎসাহিত করা। রেড চিটাগাং ক্যাটেলকে জাত হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

১৪.০ প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ঃ

২০৩০সাল পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ সেক্টরে সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণের বিকল্প নেই। কাংখিতমাত্রায় গবেষণা ফলাফল ব্যবহার করে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদা পুরণে নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়
১	ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১	পরিকল্পনা কমিশনে পিএসসি সভায় অনুমোদন হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পিএসসি এর সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন পর্যায়ে রয়েছে।
২	পোল্ট্রি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন প্রকল্প পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২৩	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন পর্যায়ে রয়েছে।
৩	জুনোসিস ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন গবেষণা প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন পর্যায়ে রয়েছে।
৪	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর ভৌত অবকাঠামো সুবিধা ও গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২২	প্রকল্প অনুমোদনের জন্য ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫	মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩	প্রকল্প অনুমোদনের জন্য ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬।	জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও সমন্বিত প্রাণিজসম্পদ ম্যানিউর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৭।	পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যমান গয়াল সংরক্ষণ ও গবেষণা প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটির মূল্যায়ণ হয়েছে
৮।	বাংলাদেশের হাওড় এবং নিম্নাঞ্চলে হাঁসের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

১৫.০ চলমান উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম ঃ

১৫.১ লবণ সহিষ্ণু ফডার জাত উন্নয়ন ঃ

বৃহত্তর উপকুলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে চাষযোগ্য ফডার জাত উন্নয়নের জন্য জেনেটিক মোডিফিকেশনের মাধ্যমে লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ফডার জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। জাতটির মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন উপযোগিতা মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

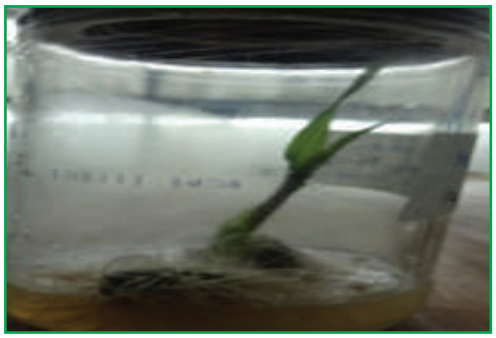

১৫.২ ইন-ভিট্রো ভ্রুণ উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ঃ

বংশগতভাবে অধিক উৎপাদনশীল দেশী জাতের গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাতা গাভীর ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করে গবেষণাগারে ভ্রুণ উৎপাদন ও ধাত্রী গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে (আইভিপি) একটি গাভী থেকে অনেকগুলো বাছুর উৎপাদনে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে কসাইখানার ডিম্বাণু সংগ্রহ করে আইভিপি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সফলভাবে গরুর বাছুর উৎপাদন করা হয়েছে। খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তিটির ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইভিপি পদ্ধতিতে উৎপাদিত গরুর বাছুর

১৫.৩ অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত উদ্ভাবন ঃ

দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনশীল (২ বৎসর বয়সে ≈ ৬.৫ খাদ্য রুপান্তর দক্ষতায় ন্যূনতম ৩০০ কেজি দৈহিক ওজন) গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ব্রাহমানের পাশাপাশি শ্যারোলেইস, সিমেন্টাল এবং লিমুজিন জাতের বিফ ব্রিড ব্যবহার করে সংকর জাতের মাংস উৎপাদনকারী গরুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রথম প্রজন্মের সংকর জাতের গরুগুলো ২ বৎসর বয়সে (মার্কেট এজ) ৫০০-৫৫০ কেজি দৈহিক ওজন প্রাপ্ত হচ্ছে।

সিমেন্টাল সংকর
(♀ বিসিবি-১X♂সিমেন্টাল)

শ্যারোলেইস সংকর
(♀ বিসিবি-১X♂শ্যারোলেইস)

লিমুজিন সংকর
(♀ বিসিবি-১X♂লিমুজিন)

ব্রাহমান সংকর
(♀ বিসিবি-১X♂ব্রাহমান)

বিসিবি-১

১৫.৪ আধুনিক খামার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উন্নয়নঃ

বিভিন্ন ধরণের খামার বর্জের মিশ্রণ ব্যবহার করে বায়োগ্যাস প্লান্টে বায়োগ্যাস উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ই-কোলাই এবং সালমোনেলা দূরীকরনের প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পোল্ট্রি বর্জ্যে হতে নির্গত গন্ধ দূরীকরনের জন্য ও গবেষণা চলমান রয়েছে। এছাড়াও, খামারে উৎপাদিত বায়োগ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৫.৫ নিরাপদ মাংস উৎপাদনে দেশী উপকূলীয় মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তিঃ

মহিষ অধ্যুষিত উপকূলীয়, হাওড়-বাওড়, পাহাড় এবং যমুনা নদী বিধৌত অঞ্চলের মহিষগুলো হৃষ্টপুষ্ট করার মাধ্যমে নিরাপদ মাংস উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত হয়েছে। বিএলআরআই গবেষণা খামার এবং ভোলা জেলার চরফ্যাশন এলাকায় গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তির ন্যায় লাভজনক। মহিষের মাংসে চর্বি এবং কোলেস্টেরলের পরিমান গরুর মাংসের তুলনায় অনেক কম থাকে। অন্যদিকে হাড় গঠনের প্রয়োজণীয় খনিজ উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়ামসহ আয়রন মহিষের মাংসে অনেক বেশী পরিমাণে থাকে। উন্নত বিশ্বেও গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, গরুর মাংসের তুলনায় মহিষের মাংস হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক কম।

মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি

১৫.৬ সব্জি বর্জ্য থেকে গো-খাদ্য উৎপাদনঃ

বিএলআরআই বাড়ী এবং বাজার থেকে সব্জি বর্জ্য সংগ্রহ করে তা থেকে ম্যাস জাতীয় গরুর খাদ্য উৎপাদন করেছে। যা গমের ভূষির সমতুল্য। এই ম্যাস দানাদার খাদ্য মিশ্রণের সাথে ৩০% করে মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো যায়। আবার সব্জি বর্জ্যকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডিওয়াটারিং করে খড় ও মোলাসেস ৮৫:১০:৫ অনুপাতে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরী করা যায় যা ঘাসের বিকল্প হিসাবে গরুকে খাওয়ানো যায়। এভাবে সব্জিবর্জ্যকে গোখাদ্য উৎপাদনে পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমানোর পাশাপাশি প্রাণী খাদ্যে যোগান বাড়ানো সম্ভব।

সবজি বর্জ্য থেকে গো-খাদ্য উৎপাদন

১৫.৭ গরুর খুরারোগ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠাঃ

দেশে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ত্রিযোজী এফএমডি ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেছে। বহিঃ বিশ্বে গরুর মাংস রপ্তানী করতে হলে দেশ ক্ষুরারোগ মুক্ত হতে হবে। এমতাবস্থায়, প্রাথমিকভাবে এলাকাভিত্তিক ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ি এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১৫.৮ ছাগলের পিপিআর রোগ দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ

দেশে প্রতি বছর পিপিআর রোগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাগল মারা যায়। ফলে খামারীগণ অর্থনৈতিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ছাগলের পিপিআর রোগ দমনের জন্য বিএলআরআই উদ্ভাবিত তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশ থেকে পিপিআর উচ্ছেদের লক্ষ্যে পিপিআর দমন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিগত ৪-৫ বছর ধরে ছাগলের পিপিআর রোগ দমন করা সম্ভব হয়েছে।

১৫.৯ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলমান গবেষণা কার্যক্রমের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

১. রেড চিটাগাং জাতের গরুর কৌলিকমান উন্নয়ন

২. দেশী মহিষের কৌলিকমান উন্নয়ন ও অধিক উৎপাদনশীল মহিষের জাত উদ্ভাবন

৩. গরুর টোটাল মিক্সড রেশন
৪. ভেড়ার কৌলিক মান উন্নয়ন
৫. প্রান্তিক পর্যায়ে সাইলেজ প্রযুক্তি
৬. ছাগলের পিলেট খাদ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন
৭. উপকুলীয় এবং খড়া প্রবণ অঞ্চলে অধিক উৎপাদনশীল ফডার চাষ
৮. অপ্রচলিত উৎস থেকে প্রাণী ও পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন
৯. বায়ো-স্যালারি থেকে জৈব-সার উৎপাদন
১০. ছাগলের পিপিআর রোগ দমন কৌশল উন্নয়ন
১১. মুরগির এভিয়ান ইন-ফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল উন্নয়ন
১২. খাদ্যের এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্ট (এএমআর) জীবানু সনাক্তকরণ

১৬.০ বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ ঃ

১৬.১ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান

নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রটি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় অবস্থিত। ১৯৮৯ সালের আক্টোবর মাস থেকে আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে প্রথম গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রটি ১৬২.৯১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে ১২.৫০ একর চারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। প্রায় ২.০০ একর জায়গা নিচু বা জলা ভূমি এবং পুকুর। অবশিষ্ট ১৪৮.৪১ একর জায়গায় কয়েকটি ছোট বড় পাহাড় রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে গয়াল, ভেড়া, হিলি ছাগল, মায়া হরিণ, হিলি মুরগিসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও পোল্ট্রি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৬.২ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক কেন্দ্রটি বাংলাদেশের প্রধান দুগ্ধ উৎপাদনকারী অঞ্চল সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ীতে ১০.০৩ একর জায়গার নিয়ে অবস্থিত। বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রটির গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে বাঘাবাড়ি মিল্কভিটা এলাকার প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করা হয়।

১৬.৩ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

''বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়িহাটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যপর্ণকৃত জমির উপর আঞ্চলিক কেন্দ্রটি অবস্থিত। আঞ্চলিক কেন্দ্রটির কার্যক্রম ২০১৭ সালে শুরু হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রটি ২৬.৫৭ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে পুকুর ৩.০০ একর জমিতে, নিচু জমি হচ্ছে ১১.৭১ একর এবং অবশিষ্ট ১১.৮৬ একর হচ্ছে সমতল ভূমি। আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে গবেষণা কার্যক্রম শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

১৬.৪ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাংগা, ফরিদপুর

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প"-এর আওতায় ৩ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায় আঞ্চলিক কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে গবেষণা কার্যক্রম শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

১৬.৫ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প"-এর আওতায় ৩ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে যশোর শহরের অদূরে বাহাদুরপুর নামক স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে গবেষণা কার্যক্রম শুরু জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

১৭.০ প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনা

বিএলআরআই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, খামারী ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রতি বছর প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিগত ২০০৪ সাল হতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২২১৬ জন খামারীকে ২৯০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন, গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও ফলাফলসহ প্রসেডিং ও জার্নাল এবং প্রযুক্তি ব্যবহারীকারীদের জন্য বই, বুকলেট, ফোল্ডার, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। বিএলআরআই হতে এখন পর্যন্ত সর্বমোট ৮৪১টি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৩৩৪টি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পিয়ার রিভিউড জার্নালে এবং ৫০৭টি প্রবন্ধ দেশীয় জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বিএলআরআই এর কর্মকান্ড এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের তথ্যাদিসহ বছরে চারবার বিএলআরআই নিউজলেটার প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও, বিজ্ঞানীগণ নিয়মিতভাবে খামারী ও উদ্যোক্তাগণকে বিনামূল্যে পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে আসছে।

১৮.০ সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন

বিএলআরআই প্রতিবছর বার্ষিক রিসার্চ রিভিউ কর্মশালাসহ বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে আসছে। এসকল সেমিনার/কর্মশালায় খামারী থেকে শুরু করে বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতষ্ঠিান থেকে কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করেন। সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/জ্ঞান খামারীসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মাঝে সম্প্রসারণের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়। যা পরবর্তী গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনে সহায়তা করে।

১৯.০ তথ্য ও যোগাযোগ

বিএলআরআই www.blri.gov.bd ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম, গবেষণালব্ধ ফলাফল ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি, প্যাকেজ, নিউজ লেটারসহ প্রত্যাহিক বিভিন্ন তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো নিশ্চিত করছে। অনলাইনে খামারি/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের আবেদন গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারি/উদ্যোক্তাগণের তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে। এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাবহার করে মাঠ পর্যায়ের খামারি বা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। infoblri@gmail.com ই-মেইলটি মাঠপর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ খামরী এবং অন্যা দপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হয়।

BDREN এর সহযোগীতায় ভিডিও কনভারেন্স সিস্টেম

২০.০ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বিএলআরআই দেশে আমিষের চাহিদা পূরণে নিরলসভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিএলআরআই দক্ষিণ কোরিয়া সরকারে Asian Feed and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) কর্মসূচীর অর্থায়নে Improving Animal Genetic Research Value and Productive Performance in Asia (AnGR) শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি এশিয়া অঞ্চলের আরও ১২টি দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। AFACI কর্তৃপক্ষ স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সাথে প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশকে পর পর দুই বছর আউটস্ট্যান্ডিং কান্ট্রি হিসেবে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশকে আউটস্ট্যান্ডিং কান্ট্রি আখ্যায়িত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে একটি আউটস্ট্যান্ডিং ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

২১.০ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার্নশীপ এবং এমএস এবং পিএইচডি পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে গবেষণা সহযোগিত প্রদান

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাণিজকৃষি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নি এবং স্নাতোকোত্তর ও পিএইচডি থিসিস গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিএলআরআই নিয়মিতভাবে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮ জন শিক্ষার্থী ইন্টার্নশীপ এবং ৪৮৬ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা সফর করেছে। ১৫ জন ছাত্রকে এমএস এবং ২ জন ছাত্রকে পিএইচডি ডিগ্রীর গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

২২.০ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিএলআরআই

বিএলআরআই নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো সংস্থার সাথে যৌথ গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কারিগরি সহযোগিতাসহ নানা বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সিডিসি (CDC)
- এফএও (FAO)
- বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)
- জাইকা (JICA)
- ইউএস-এইড (US-AID)
- কইকা (KOICA)
- এসইআই (SEI)
- অক্সফার্ম (OXFAM)
- এসিডো-ভোকা (ACDI/VOCA)
- সার্ক (SAARC)
- আর্ন্তজাতিক প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট(ILRI)
- গিয়াংসান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ কোরিয়া (GNU)
- চনবুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ কোরিয়া(CNU)
- পুত্রা বিশ্ববিদ্যালয়, মালেয়শিয়া(PU)
- চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্স, চীন (CAS)
- হারবিন ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চীন (HVRI)
- রয়াল ভেটেরিনারী কলেজ, যুক্তরাজ্য (RVC)
- এশিয়ান ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন ইনিশিয়েটিভ, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এডমিনিষ্টেশন,
- দক্ষিণ কোরিয়া (AFACI)
- আইসিডিডিআবি (ICDDR,B)

২৩.০ বিদেশী অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন গবেষণা প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম	বিদেশী সহযোগি সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়
Improving Animal Genetic Resources Value and Productive Performance in Asia প্রকল্প	এশিয়ান ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন ইনিশিয়েটিভ, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এডমিনিষ্টেশন, দক্ষিণ কোরিয়া
এভিয়ান ইনফ্লুয়েন্জা (বার্ড ফ্লু) ভাইরাসের সংক্রমন ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব এবং মানব স্বাস্থ্যের ঝুকি বিষয়ে প্রকল্প	রয়েল ভেটেরিনারি কলেজ, লন্ডন ও Biotechnology and Biological Science Research Council (BBSRC)
এভিয়ান ইনফ্লুয়েন্জা (বার্ড ফ্লু) রোগের প্রাদুর্ভাব, এবং ভাইরাসের প্রকৃতির বিবর্তন শীর্ষক প্রকল্প	ফুড এন্ড এগ্রিকালচার ওরগানাইজেশন (FAO)
পোল্ট্রি খামার ও মানবস্বাস্থ্য (One Health Poultry Hub)	রয়েল ভেটেরিনারি কলেজ, লন্ডন ও যুক্তরাজ্যের গবেষণা ও ইনোভেশন (UKRI)

২৪.০ আভ্যন্তরিন যৌথ কর্মকান্ড

বিএলআরআই দেশীয় মানবসম্পদসহ বিভিন্ন রিসোর্সের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রাণী ও পোল্ট্রি সম্পদের উন্নয়নের স্বার্থে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো সংস্থার সাথে যৌথ গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কারিগরি সহযোগিতাসহ নানা বিষয়ে কার্যক্রম চলমান হয়েছে।

- অধিকাংশ সরকারি কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- কেয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড (এসডিভিসি প্রকল্প)
- বাংলাাদেশ রুরাল এডভ্যান্সমেন্ট কমিটি (BRAC)
- ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (WRI)
- পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)
- মরিঙ্গা প্রাইভেট লিমিটেড
- লাল তীর লাইভস্টক লিমিটেড
- ট্রাস্ট হাউজ
- ইন-সেপ্টা ভ্যাক্সিন লিমিটেড
- ফিনিক্স হ্যাচারি লিমিটেড
- ইকো পোল্টি ফার্ম
- বিএএসএ (BASA)
- এসসিবিআরএমপি (SCBRMP)
- চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (CLP)

২৫.০ উপসংহার

দেশের বর্ধনশীল জনগণের প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিসমূহের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। এদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কৌলিকমান উন্নয়নের পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাজার ও খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এসকল বিষয়ে উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অপরিহার্য। বিএলআরআই একমাত্র প্রাণিসম্পদ বিষয়ক জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসেবে গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি সম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি ও জ্ঞান উদ্ভাবনের জন্য দায়িত্ববান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বে সুদৃঢ় অবস্থান সৃষ্টির প্রয়াসে বিএলআরআই প্রত্যয়ী হয়ে কাজ করছে।